জসের ভাস্কর্য প্রদর্শনী 'ষড়ভঙ্গ'

সম্প্রতি ধানমণ্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হলো তরুণ ভাস্কর তেজস হালদার জসের একক ভাস্কর্য প্রদর্শনী 'ষড়ভঙ্গ'। ব্রোঞ্জ, কেপার, ফাইবার গ্লাস, কাঠ ইত্যাদি মাধ্যমে করা ৫৫টি ভাস্কর্য নিয়ে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত

হয়। গত ১৭ আগস্ট সন্ধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ঢাকায় কানাডার হাইকমিশনার বারবারা রিচার্ডসন। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্যারিস প্রবাসী বাংলাদেশী শিল্পী শাহাবুদ্দিন ও উইনারস ক্রিয়েশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ দুর্জয় রহমান জয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরী। উইনারস ক্রিয়েশনস লিমিটেডের সহায়তায় প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টস।

মূর্তজা বশীর : নির্বাচিত গ্রাফিকস ও রেখাচিত্র

উত্তরার কায়া গ্যালারিতে হয়ে গেল মূর্তজা বশীরের একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। 'মূর্তজা বশীর সিলেক্টেড গ্রাফিকস অ্যান্ড ড্রয়িং ১৯৪৯-২০০৭' শিরোনামের এই প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেয়েছিল ১৩৭টি শিল্পকর্ম। শিল্পীর ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষে এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছিল।

জানা যায়, প্রদর্শনীর শিল্পকর্মগুলো মূর্তজা বশীর এঁকেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন শহরে। যেমন ঢাকা, করাচী, লাহোর, কোলকাতা, চট্টগ্রাম, প্যারিস, ফ্লোরেন্স, সান্তা ফি, কায়রো ও লন্ডন শহরে।

প্রদর্শনীতে ঠাঁই পাওয়া বেশির ভাগ ছাপচিত্রই বিমূর্ত রীতিতে তৈরি। অন্যদিকে রেখাচিত্রে দেখা যায়, অসংখ্য নারী। স্বল্প রেখায় নারীর সৌন্দর্যকে মনোরমভাবে মূর্ত করে তুলেছেন মূর্তজা বশীর।

মূর্তজা বশীরের এই একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীটি শিল্পরসিকদের মুগ্ধ করেছে।

স্মরণে শামসুর রাহমান

গত ১৭ আগস্ট ছিল বাংলাদেশের প্রবীণ কবি শামসুর রাহমানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। এ উপলক্ষে নাগরিক কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এক স্মরণ সভার আয়োজন করে। কবিকে নিয়ে লেখা কবিতার কবিতা পাঠ, আবৃত্তিকারদের কণ্ঠে তাঁর কবিতার আবৃত্তি, জীবন-কর্মের ওপর আলোকপাত আর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করা হয় তাঁকে। নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, গবেষক শামসুজ্জামান খান, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'শামসুর রাহমানের কবিতা তাৎক্ষণিক ও মুহূর্তের ছবিকে তুলে ধরেও চিরকালীন রূপ লাভ করেছে। তিনি শারীরিকভাবে চলে গেলেও এই যাওয়া কাব্য জগৎ থেকে, আমাদের হৃদয় থেকে চলে যাওয়া নয়'। কবিকে নিবেদন করে কবিতা পাঠ করেন কবি রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, রবিউল হুসাইন, রুবি রহমান ও আসলাম সানী। শামসুর রাহমানের 'আত্মকথন' পাঠ করেন রামেন্দু মজুমদার। এছাড়া প্রতিথযশা আবৃত্তিশিল্পীরা আবৃত্তি করেন কবির কবিতা।

গঠিত হই শূন্যে মিলাই

জাতীয় নাট্যমঞ্চের উজ্জ্বল অভিনেত্রী শিমুল ইউসুফ। এই পর্যন্ত তিনি ঢাকা থিয়েটারের ৩০টি প্রয়োজনাতে কাজ করেছেন। সবশেষে করেছেন 'বিনোদিনী' নাটকে। শিল্পের নানা শাখা তাকে পৌঁছে দিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। এই মঞ্চকুসুম অভিনেত্রীর জীবন ও শিল্পকর্ম বিষয়ে ফৌজিয়া খান নির্মাণ করেছেন প্রামাণ্যচিত্র 'গঠিত হই শূন্যে মিলাই'। গত ১৮ আগস্ট পাবলিক লাইব্রেরির শওকত ওসমান মিলনায়তনে এই প্রামাণ্যচিত্রটির ডিভিডির মোড়ক উন্মোচন করেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন শিমুল ইউসুফ ও নির্মাতা ফৌজিয়া খান।

হাসান আজিজুল হক বলেন, শিমুলের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সে অসামান্য প্রতিভাময়ী একজন মঞ্চাভিনেত্রী। নির্মাতা ফৌজিয়া খান বলেন, ১৯৯৯ সালে ঢাকা থিয়েটারের 'বনপাংশুল' নাটকে প্রথম শিমুল ইউসুফের অভিনয় দেখি। তার কাজ দেখে আমার মুগ্ধতা তৈরি হয়। শিমুল ইউসুফ বলেন, আমাকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের ঐ পর্যায়ে আমি গিয়েছি কিনা জানি না। যদি এই প্রামাণ্যচিত্রের মধ্যদিয়ে দর্শকরা আমার সম্পর্কে কিছু আবিষ্কার করতে পারে, তাহলে আমার এবং নির্মাতা দুজনের জন্যই সাফল্যের।

আলোচনা অনুষ্ঠানের পর দর্শনীর বিনিময়ে প্রামাণ্যচিত্রটির দুটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে টিকিট বিক্রয় লব্ধ টাকা বন্যার্তদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হবে।

সুন্দরবন নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র বাদাবনের কথা

সুন্দরবন, বনজীবীদের ভাষায় বাদাবন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় এক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁসে অবস্থিত এ বনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন আলাদা, তেমনি নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব এই বনকে করেছে জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য আধার।

শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা পরিবেশের জন্যই নয়, সম্পদ আহরণ এবং জীবিকার জন্যেও বনের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের জীবনে সুন্দরবনের গুরুত্ব এখন অনেক বেশি। তবে আশঙ্কার বিষয় হলো, সাম্প্রতিক এই সময়ে প্রকৃতি ও মনুষ্যসৃষ্ট কিছু কারণ বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এই বনকে করে তুলেছে বিপন্ন। এরকম এক প্রেক্ষাপটে সুন্দরবন, এর পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বনজীবীদের নিয়ে নির্মিত হয়েছে একটি প্রামাণ্যচিত্র। প্রামাণ্যচিত্রের নাম 'বাদাবনের কথা'। স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট ও রূপান্তরের প্রযোজনায় প্রামাণ্যচিত্রটি গবেষণা, চিত্রনাট্য, সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছেন মঈনুল হুদা। গত ১৮ আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় জাতীয় জাদুঘরের শহীদ জিয়াউর রহমান মিলনায়তনে প্রামাণ্যচিত্র 'বাদাবনের কথা'র উদ্বোধনী প্রদর্শনী করা হয়। ছবিটির উদ্বোধন করেছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এছাড়া অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আই ইউ সি এন বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ড. আইনুল নিশাত এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা মানজারে হাসীন মুরাদ। উল্লেখ্য, উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে প্রামাণ্যচিত্রটির ভিসিডিরও মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

প্রিয়াঙ্গনের নতুন আউটলেট

ক'দিনের টানা বৃষ্টির পর দিনটা ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল। এমনই এক আলোকিত দিনের শেষ বিকেলে ফ্যাশন হাউস প্রিয়াঙ্গনের ২য় আউটলেটের জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন হয়ে গেল ধানমণ্ডির ক্যাপিটাল মার্কেটের দ্বিতীয় তলায়।

৯ আগস্টের ওই মুখর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিল ভিন্নতা। বিকেল ৪টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা অবধি বর্ণাঢ্য এই উদ্বোধনী উৎসবে বসেছিল তারকামেলা। সুর মূর্ছনা মণ্ডিত প্রিয়াঙ্গনের আঙিনায় প্রথমেই আসেন দেশের প্রখ্যাত কবি নির্মলেন্দু গুণ। আসেন কবি-সাংবাদিক-নাট্যকার নাসির আহমেদ ও আনন্দ আলোর সম্পাদক কথাশিল্পী-নাট্যকার রেজানুর রহমান।

প্রিয়াঙ্গনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত এবং আরো স্পন্দিত করে তোলে সেলিব্রেটিদের বর্ণিল উপস্থিতি। যার মধ্যে অন্যতম টিভি তারকা মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাদের চৌধুরী, আজিজুল হাকিম, শান্তা ইসলাম, কবি-অভিনেতা রিফাত চৌধুরী, টিভি নাট্যকার জিনাত হাকিম, চিত্রতারকা রত্না এবং টিভি উপস্থাপক আনজাম মাসুদ।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে অতিথিদের কফি পান, জম্পেশ আড্ডা এবং সেলিব্রেটিদের কাছ থেকে আগত শুভার্থীদের অটোগ্রাফ সংগ্রহের ছন্দময় আবেশে পুরো অনুষ্ঠানটিই হয়ে ওঠে দারুণ আনন্দময়।

প্রিয়াঙ্গনের তিন কর্ণধার ফ্যাশন ডিজাইনার কামরুল বিশ্বাস, আলোকচিত্র শিল্পী তাপস সাহা ও সাংস্কৃতিক সংগঠক জহিরুল ইসলামের আন্তরিক অভ্যর্থনা এবং সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে প্রিয়াঙ্গনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে খুবই আকর্ষণীয় আর বর্ণময়।

নানা ঘি
কয়েক তরুণের স্বপ্নের ফসল

ফিরোজ, সুমন, নাজমুল, হিমু, সামি, বুলবুল, শাহীন বয়সে সবাই তরুণ। কারো বাড়ি ঝিনাইদহ, কারো বাড়ি রংপুর। দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম এবং ঢাকারও আছে কেউ কেউ। কেউ পড়েছে কৃষি নিয়ে, কেউ পড়েছে জীববিজ্ঞান নিয়ে। কারো বাবা চাকরিজীবী, কারো বাবা কৃষিজীবী। ব্যবসাও করেন কেউ কেউ। বাড়ি, পারিবারিক ঐতিহ্য আর পড়ালেখার বিষয় ভিন্ন হলেও সবার স্বপ্ন এক। চাকরি নয়, নিজেরা কিছু করতে চায়। চেষ্টা, একাগ্রতা আর শ্রম দিলে সেটা যে সম্ভব তা তারা করে দেখাতে চায়।

ঢাকার বাইরে ঝিনাইদহ জেলার এক অজ পাড়াগাঁ বিষয়খালী গ্রামে এই তরুণরা গড়ে তুলেছে এক ছোট্ট দুগ্ধ খামার— বাংলামিল্ক। তাদের সবার অক্লান্ত চেষ্টায় সেই বাংলামিল্ক এখন দেশের অনেক এলাকার মানুষের কাছে এক পরিচিত নাম। দুধ তো বটেই, সেই খামার থেকে তৈরি হচ্ছে মিষ্টি এবং ঘি। আর ঘিয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'নানা ঘি'। প্রতিষ্ঠিত কোনো কোম্পানির মতো হাজার হাজার লোক রেখে কিংবা রেডিও, টিভি আর পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পণ্য বিপণনের সামর্থ্য এখনো অর্জন করতে পারে নি বাংলামিল্ক। তাই পণ্য বিপণনে গঠন করা হয়েছে 'বাংলা এগ্রিবিজনেস' নামে একটি ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। এর মাধ্যমে নিজেদের পণ্য ছাড়াও অন্যদের তৈরি গুণগত মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য বিপণন করা হবে। পণ্য বিপণনের পদ্ধতিটা একটু অন্যরকম। শহরের বড় বড় অনুষ্ঠান আর হোটেলে রান্না করা হয় পেশাদার বাবুর্চি দিয়ে। এসব জায়গায় রান্নার কাজে ঘি লাগেই। কোন ঘি দিয়ে রান্না হবে সেটা সাধারণত বাবুর্চিরাই ঠিক করেন। 'আমরাও আমাদের ঘি বিপণন করতে চাই বাবুর্চিদের মাধ্যমেই।' বলছিলেন বাংলামিল্কের ম্যানেজিং পার্টনার, আনোয়ার ফিরোজ। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত ২০ আগস্ট ধানমণ্ডির সাত মসজিদ রোডের 'ডি পেভমেন্ট' রেস্টুরেন্টে বসেছিল এক বাবুর্চিমেলা। ঢাকার বিভিন্ন এলাকার নামি-দামি বাবুর্চিসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।